দর্শনায় স্বর্ন চোরাচালানী মামলায় কাউন্সিলর বিল্লাল গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় স্বর্ন চোরাচালানী মামলায় দর্শনা ৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিল্লাল হোসেনকে (৩৫) গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত বিল্লাল হোসেন দর্শনা পৌরসভার শ্যামপুর গ্রামের নৃর ইসলামের ছেলে।

জানাযায়, আজ মঙ্গলবার বিকাল সাড়ে ৪ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে, অভিযান চালায় শ্যামপুর গ্রামে। এ সময় দর্শনা থানার সেকেন্ড অফিসার এস আই খান আব্দুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কাউন্সিলর বিল্লাল হোসেনের নিজ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে।

কাউন্সিলর বিল্লালের বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানায় ২০২১ সালের ১৯ আগষ্ট স্বর্ন চোরাচালানী নিয়মিত মামলার আসামি। যার নং জি আর ১০০/২১ মামলা নং ১০।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার ওসি বিপ্লব কুমার সাহা বলেন, তাকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান প্রদর্শনে উপজেলা কৃষি অফিসার

দামুড়হুদা উপজেলায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান প্রদর্শনীর ১শত ২১ জন কৃষকের মাঝে গাছের চারা ও বিভিন্ন সবজির বীজ বিতরণ করলেন উপজেলা

কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১০ টার দিকে উপজেলা কৃষি বিভাগের উদ্যেগে উপজেলা চত্তরে এ বিতরণ করা হয়।

জানাযায়, বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পড়ে থাকা এক টুকরা জমিতে গড়ে তুলুন পারিবারিক পুষ্টি বাগান। কৃষিতে এক নতুন দিগন্ত এনেছে পারিবারিক পুষ্টি বাগান। এতে একদিকে পুষ্টির চাহিদা মিটছে, অন্যদিকে বাড়তি ফসল বিক্রি করে আয়ও হচ্ছে। দামুড়হুদা উপজেলায় বাহুবলে কৃষি জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত ও পরিবারের নিরাপদ খাদ্যের চাহিদা পূরণে গড়ে তোলা হবে এ সবজি বাগান। তারই ধারাবাহিকতায় দামুড়হুদা উপজেলায় ১ শত ২১জন কৃষকের মধ্যে লাল শাক,পুইশাক,কলমি শাক,লাউবীজ,ভেন্ডির বীজ,রববটির বীজ,মিষ্টি কুমড়ার বীজসহ ১৭ প্রজাতির বীজ,জৈব সার,নেট,দড়ি বীজ রাখার ঢম,আম রুপালির চারা,পেয়ারার চারা,কুলের চারা,কমলার চারা, পাতি লেবুর চারা পেঁপের চারা দেওয়া হয়।

এ সময় উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার বলেন, আপনার বাড়ির আঙ্গিনা যেন কোন জমি পড়ে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখে সরকার আপনাদের প্রণোদনা দিয়েছেন। সেটা আপনারা যথাযত ব্যবহার করবেন।এক দিকে যেমন বিষ মুক্ত পুষ্টি সবজি পাবেন।পাশাপাশি বাজারে বিক্রি করে সংসারের সহযোগিতা করতে পারবেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার অভিজিৎ কুমার বিশ্বাস, উপজেলার উপসহকারী কৃষি অফিসার বৃন্দ।

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এমপি ছেলুন কে সংবর্ধনা ও মতবিনিময় সভা

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

করিয়ে নিতে হবে। কথা দিচ্ছি আপনাদের সাথে নিয়ে যে সমস্ত অসাপ্ত কাজ আছে সেগুলি শেষ করব।

উপজেলা পরিষদের ভবন নির্মানের বিষয়ে তিনি একই কথা বলেন আপনারা টাকার বরাদ্ধ চেয়ে দরখাস্ত করে আমাকে কপি দেবেন আমি তদবির করে বের করে আনব। তবে সকলে সুষ্ট ভাবে দায়িত্ব পালন করবেন, মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনে কেন ডায়গোনেস্টিক সেন্টার হল তার জবাব চান, তখন সাবেক কমান্ডার আব্দুল কুদ্দুস বলেন তৎকালিন কমান্ডার শফিউর রহমান জোয়ার্দের ও তৎকালিন ইউএনও করে গেছেন।এমপি তাদের নোটিশ করতে বলেন,যেন অচিরে ভবনটি মুক্ত হয়। মুক্তিযোদ্ধারা এসে যেন কষ্ট না পায়।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রেহানা পারভীন, প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুল্লাহিল কাফি, হারদী স্বাস্থ কমপ্লেকরসের মেডিকেল অফিসার সাঃ নাজনীন সুলতানা কনা, পৌর সভার প্যানেল মেয়র খনাদকার মজিবুল হক। উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের ইনেস্ট্রক্টর জামাল উদ্দিনের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহা, জনস্বাস্থ প্রকৌশলী আব্দুর রশিদ, প্রেসক্লাবের সাধারন সমরপাদক হামিদুল ইসলাম, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাকসুরা জান্নাত, মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ আশুরা খাতুন, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক, খাদ্য কর্মকর্তা আব্দুল হামিদ, আনছার ভিডিপি কর্মকর্তা আজিজুল হাকিম প্রমুখ। এর আগে তিনি উপজেলা এসে পৌছালে তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

মতবিনিময় শেষে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এমপিকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এবং উপজেলা কৃষি অফিসের পক্ষ থেকে এমপি ছেলুনকে কৃষি পন্য মাশরুম, রঙিন ফুলকপিসহ কয়েক রকমের কৃষি পন্য উপহার দেওয়া হয়।

আলমডাঙ্গায় মোটরসাইকেল

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা, যুবকের মৃত্যু

আলমডাঙ্গা চলন্ত মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মো. জীবন হোসেন (১৯) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে হারদি-ওসমানপুর সড়কের কানাপুকুর মাঠ নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জীবন মীরপুর উপজেলার মালিহাদ ইউনিয়নের রাজনগর গ্রামের মো. রশিদুল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, মঙ্গলবার সকালে নিহত জীবন তার চাচাতো ভাইয়ের মোটরসাইকেল নিয়ে হারদি বাজারে ঘুরতে যায়। ফেরার পথে সে হারদি-ওসমানপুর সড়কের কানাপুকুর মাঠ নামক স্থানে এলে মোটসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক থেকে ছিটকে পার্শ্ববর্তী গাছের সাথে ধাক্কা লাগে। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

ওসমানপুর ফাঁড়িপুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) কায়েস মাহমুদ ঘটনা নিশ্চিত করে বলেন, রক্তাক্ত অবস্থায় যুবককে উদ্ধার করে হারদি হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। লাশ হাসপাতাল হতে উদ্ধার করা হয়েছে। পরিবারের কাছে হস্তান্তরের পক্রিয়া চলছে। এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান জরিমানা ও বন্ধ ঘোষণা

দামুড়হুদা উপজেলায় লাইসেন্স ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি না থাকা, নোংরা পরিবেশসহ ভুয়া ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা দেওয়ায় দামুড়হুদার

কার্পাসডাঙ্গা বাজারে বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ক্লিনিকসহ সিলগালা করা হয়। পাশাপাশি বন্ধ করে দেয়া হয় ডায়াগনস্টিক সেন্টারের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১২ টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা কার্পাসডাঙ্গা বাজারের বিভিন্ন ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও হাসপাতালে অভিযান চালান দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস, এসময় দামুড়হুদা উপজেলা পরিবার-পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. হেলেনা আক্তার নিপা উপস্থিত ছিলেন।

ভ্রাম্যামাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় প্রশাসনের যৌথ অভিযানে দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজারের কার্পাসডাঙ্গা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক মি. প্রসাদকে ৩০ হাজার টাকা, মা মেডিকেল ল্যাবের মালিক লুইসকে ১৫ হাজার টাকা, জহির ডায়াগনস্টিক সেন্টার মালিক জহির মেম্বারকে ১০ হাজার টাকা, এ্যাপোলো ক্লিনিকের মালিক শাওনকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমান আদালত। এসময় বাজারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মোট ৮০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। এছাড়াও মা মেডিকেল সেন্টার, সততা ক্লিনিকে সিলগালা করা হয়।

এ বিষয়ে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. হেলেনা আক্তার নিপা জানান, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নিয়মিত কোন ডাক্তার নেই, নেই কোন এন্যাথেসিয়া, নোংরা পরিবেশ ও পরিবেশ অধিদপ্তরের কোন ছাড়পত্র না থাকায় এবং পরিবেশ ভালো না থাকায় সিলগালা করে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ আদালতে সহযোগিতা করেন দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশের একটি চৌকস টিম।

দামুড়হুদার জয়রামপুরে

ভ্রাম্যমাণ আদালতে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর কাঁঠাল তলায় কসমেটিকসের দোকানে ও দুটি মুদি দোকানে চুয়াডাঙ্গা জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমাণ আদালতে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১২ টার দিকে কাঁঠাল তলা নামক স্থানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহাম্মেদ।

জানাগেছে, রমজান উপলক্ষে অতি মুনাফালোভীরা যেনো বেশি দামে পণ্য বিক্রয় করতে না পারে সেজন্য সরকারের ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বাজার মনিটরিং করে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় আজ দুপুরে উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর কাঁঠাল তলা নামক স্থানে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় কাঁঠাল তলার মুদি দোকান রমজান স্টোরকে দোষী সাব্যস্ত করে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ (ক) ও ৩৮ (খ) ধারা অনুযায়ী মোট ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই দিনে কাঁঠাল তলায় মুদি দোকান মোঃ মাসুদুর রহমান কে দোষী সাব্যস্ত করে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ (ক) ও ৫১ (খ) ধারা অনুযায়ী মোট ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সাথে কাঁঠাল তলায় মেসার্স কে এম কসমেটিক এর স্বত্বাধিকারী মোঃ কলিম উদ্দিন কে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৯ এর (ক) ধারা অনুযায়ী ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সর্বমোট ৩টি প্রতিষ্ঠানে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহাম্মেদ।

অভিযান শেষে তিনি তরমুজের আরতদারদের সতর্ক করে বলেন, কোন তরমুজ যেন কেজি ওজনে বিক্রয় করা না হয়। সব তরমুজগুলোই পিস হিসেবে বিক্রয় করার পরামর্শ দেন। প্রতিটি বেচাকেনার লেনদেনের ভাউচার সংরক্ষণ করতে বলা হয়। কোন অনিয়ম দুর্নীতি করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জনস্বার্থে অভিযান অব্যাহত থাকবে। অভিযান পরিচালনায় সহযোগিতা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের

দামুড়হুদায় ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাবের বিরুদ্ধে ইউপি সদস্যদের অনাস্থা প্রকাশ

দামুড়হুদা উপজেলার ১নং জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন এর বিরুদ্ধে ১১ জন ইউপি সদস্য স্বেচ্ছাচারিতা ও বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ এনে অনাস্থা প্রকাশ করেন।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১২ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা বরাবর জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা সরজমিনে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে হাজির হয়ে অনাস্থা প্রকাশের লিখিত অভিযোগ পেশ করেন।

লিখিত অভিযোগ সুত্রে জানাগেছে, সকল ইউপি সদস্যদের পক্ষে জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্য আলমগীর হোসেন এই মর্মে লিখত অভিযোগ করেন যে, আমরা ১নং জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সাধারন ও সংরক্ষিত আসনের সদস্যবৃন্দ। আপনার কার্যালয়ে এই মর্মে অনাস্থা প্রস্তাব দাখিল করিতেছি যে, প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে প্রতি মাসে মাসিক সভার আহ্বান করার নিয়ম থাকা স্বত্বেও ১ নং জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদে দীর্ঘ তিন মাস যাবৎ কোন সভা আহ্বান করা হয় নাই। এমনকি চেয়ারম্যান সাহেব নিজ বাড়িতে বসে ইচ্ছে মতো অফিসিয়াল কাজ করে, যাহার কারণে জনসেবা মারাত্বকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

পরিষদের বিভিন্ন বরাদ্দ যেমন টি.আর, কাবিখা, কাবিটা ইত্যাদি নিজ ইচ্ছা মতো প্রকল্প তৈরি করে খাদ্যশষ্য/টাকা আত্মসাৎ করে আসছে।

উল্লেখ্য যে, অত্র ইউনিয়ন পরিষদে উল্লেখিত প্রকল্পের কোন স্ক্রীম নাই । বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবমূল্যায়ন করে আসছে। তাদের নামে রাস্তা, ব্রীজ, কালভার্ট ইত্যাদির নামকরণ করার নির্দেশনা

থাকলেও তা বাস্তবায়ন করছে না। অত্র ইউনিয়ন পরিষদের আয়-ব্যায় এর হিসাবপত্র সাধারণ ও সংরক্ষিত মহিলা সদস্যদেরকে অবহিত করেন না। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত ডিডব্লিউ কার্ড নং: ১৬৫, কার্ড নং: ৩৭, কার্ড নং: ৪৩ সহ মোট১৮ জন সুবিধাভোগীর নামে কার্ড থাকলেও উক্ত সুবিধাভোগীরা আজ পর্যন্ত কোনপ্রকার সুবিধা পায় নাই। উল্লেখিত দুর্নীতির কারণে আমরা আমাদের স্ব-স্ব ইউনিয়ন/ওয়ার্ডের উন্নয়ন কর্মকান্ড সঠিকভাবে করতে পারছি না। যাহার কারণে অত্র ইউনিয়নের জনসাধারণ
ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক সেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা বলেন, অনাস্থা প্রকাশের দরখাস্ত হাতে পেয়েছি, বিধি মোতাবেক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আলমডাঙ্গার বধ্যভূমি পরিদর্শনে ও নেতাকর্মিদের সাথে মতবিনিময় এমপি ছেলুন

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন আলমডাঙ্গার বধ্যভূমি পরিদর্শন ও নেতাকর্মিদের সাথে মত বিনিময় করেছেন।

তিনি গতকাল সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে বধ্যভূমিতে এসে বধ্যভূমি পরিদর্শন শেষে মত বিনিময় করেন। মত বিনিময়কালে এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন,আওয়ামীলীগ হলো মাটি ও মানুষের সংগঠন।

এ সংগঠনের তৃণমূলের কর্মিরা হলো অত্যন্ত নিবেদিত। তাদের তেমন কোন চাওয়া পাওয়া নেই। তারা আওয়ামীলীগকে হৃদয়ে ধারণ করে। যার প্রমাণ তারা বার বার দিয়েছে। এবারের নির্বাচনেও তারা আওয়ামী লীগকে ভালোবেসে, শেখ হাসিনার প্রতি আস্তা রেখে নৌকায় ভোট দিয়ে আমাকে আবারও নির্বাচিত করেছে। তাদের এই ভালোবাসার ঋণ শোধ হবার নয়। তৃণমূলের নেতাকর্মিদের নৌকার প্রতি যে আস্তা তার প্রতিদান

আমাদের দিতে হবে।

তিনি বলেন,বঙ্গবন্ধু এই দেশকে সোনার বাংলা গড়ে তোলার যে স্বপ্ন দেখতেন তাঁর সেই স্বপ্ন আজ বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছেন। আমাদেরকেও মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হবে। দুঃখি মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে।উল্লেখ্য জননেতা সোলায়মান হক জোয়ার্দার সম্প্রতি বিদেশে চিকিৎসা শেষে দেশে ফিরেই তার নিজ এলাকা চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গায় ফিরে আসেন।

মতবিনিময়কালে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস,বন ও পরিবেশ বিষয়ক সমরপাদক সহিদুল ইসলাম, সাবেক সদস্য সিরাজুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহসভাপতি লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু,সাবেক উপপ্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন,ইউপি চেয়ারম্যান আসিকুর রহমান ওল্টু,সোহানুর রহমান সোহান,শেখ আসাদুল হক মিকা,প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু,সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম,জেলা মৎসজীবিলীগের সভাপতি শাহাবুল ইসলাম, আওয়ামীলীগ নেতা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাজী ঠাণ্ডু রহমানউৎপলনহক, আব্দুল মালেক, কালিদাসপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি, জয়নাল আবেদীন, পৌর কাউন্সিলর ও উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক আলাল উদ্দিন, সাবেক জেলা পরিষদ সদস্য মিজানুর ররহমান,যুবলীগের উপজেলা যুগ্ম আহবায়ক ডিটু, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আশরাফুল হক, ছাত্রলীগ নেতা আব্দুল্লাহ আল হোসাইন বাদশা, পাপন রহমান, গোলাম সারোয়ার শামিম, লাভলু, শরিফুল মেম্বার প্রমুখ।

এর আগে এমপি ছেলুন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাসের সাথে দাপ্তরিক কাজের বিষয়ে আলোচনা করেন। পরবর্তিতে এমপি ছেলুন শিক্ষাঙ্গের বেহাল দশার কথা তুলে ধরেন।এখন থেকে আমাদের সকলকে প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলিতে তদারকি বাড়াতে হবে। ভবিষৎ প্রজন্মকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে হলে অভিভাবকদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এরপর বধ্যভুমি পার্কের নকসা দেখেন এবং অচিরেই বধ্যভুমি শিশু পার্কের কারার সংকল্প ব্যাক্ত করেন।

আলমডাঙ্গা আঞ্চলিক সড়কে হেলেপড়া গাছ পথচারীর মরণফাঁদ

আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন আঞ্চলিক সড়কের দু’পাশে শতাধিক গাছ ও গাছের ডালপালা কাটা হয়নি। সড়ক জুড়ে রয়েছে কিছু হেলে পড়া গাছ। সারি সারি গাছের ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে মরা গাছও। এসব গাছ পথচারীর জন্য মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। এ অবস্থায়ই সড়কে ঝুঁকি নিয়ে চলছে হাজারো গাড়ি। যে কোনো মুহূর্তে মরা গাছের ডাল ভেঙে পড়ে ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা।

স্থানীয়রা জানান, আলমডাঙ্গা উপজেলার সদর হতে চুয়াডাঙ্গা জেলা সদর পর্যন্ত ১৭ কিলোমিটার ও কুষ্টিয়া সদর অভিমুখে ৭ কিলোমিটার আঞ্চলিক সড়ক রয়েছে। এছাড়া পৌর এলাকা থেকে উপজেলার বেলগাছি বোর্ড বাজার পর্যন্ত ৪ কিলোমিটার সড়কের দুই পাশে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ হেলে গেছে। এছাড়া এসব গাছের ডাল শুকিয়ে প্রায়ই ভেঙে পড়ছে সড়কের ওপর। গাছের ডালপালা সড়কের দিকে হেলে থাকায় ঝুঁকি নিয়ে যানবাহন চলাচল করছে। কয়েক বছর ধরে এসব গাছ মরে থাকলেও কাটার উদ্যোগ নেয়নি চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদ বিভাগ। ঝড়-বৃষ্টির সময় মরা গাছের ডাল ভেঙে প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনা এড়াতে এসব গাছ দ্রুত অপসারণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

ট্রাক ড্রাইভার আবেদ হোসেন জানান, চুয়াডাঙ্গা টু আলমডাঙ্গা আঞ্চলিক সড়কের কিছু গাছ হেলে পড়েছে। গাছের শুখনো ডালগুলো সড়কের মধ্যে আসায় ঝুঁকি নিয়ে যান চলাচল করতে হয়। ঝড়-বৃষ্টির দিন সড়কে গাছ ও ডাল পড়ে যানবাহন বন্ধ হয়ে যায়।

ব্যাটারি চালিত ইজিবাইক চালক মোশারফ হোসেন বলেন, পৌর শহরের সন্নিকটের সাত কপাট এলাকার আঞ্চলিক সড়কের একটি গাছ সড়কের মাঝে অর্ধেক হেলে পড়েছে। এতে যাতায়াতে আতঙ্কে থাকি, কখন গাছ ভেঙে ইজিবাইকের উপর পড়ে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ গণি মিয়া জানান, সাধারণ মানুষের জানমালের নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন দপ্তরে হেলে পড়া গাছ ও ডালপালা অপসারণের জন্য তাদের অবগত করেছি। তবে

পুলিশের প্রশাসনিক কার্যক্রমের বাইরে থাকায় জড়াল ভূমিকা নিতে পারছি না।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস জানান, আঞ্চলিক সড়কটি সওজের হলেও সড়কের দুই পাশের গাছগুলো জেলা পরিষদের। তারাই গাছগুলো দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। এ বিষয়ে জেলা পরিষদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ গাছগুলো ইতিমধ্যে মার্কিং করেছেন। টেন্ডার পক্রিয়াধীন রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সদস্য মজনুর রহমান জান্টু বলেন, সড়কের দুই পাশে গাছ ও ডালপালা হেলে পড়া গুলো চিন্হিত করে মার্কিং করা হচ্ছে। যাচাই বাছাই করে সেগুলো টেন্ডারের মাধ্যমে কেটে ফেলা হবে। তিনি আরো বলেন- সাত কপাট নামক সড়কের রাস্তার উপরে হেলে পড়া একটি গাছ অর্ধাংশ দ্রুত কেটে সড়ক উন্মুক্ত করা হবে।

আলমডাঙ্গার ফরিদপুরে রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানে ইট ব্যবহারের অভিযোগ

আলমডাঙ্গা উপজেলার ফরিদপুর গ্রামে দেড় কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণকাজে নিম্নমানের ইটের খোয়া ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে।

গতকাল রবিবার সরেজমিন ঘুরে নিম্নমানের ইট ভাঙা কাজে শ্রমিকদের ব্যস্ততার ছবি উঠেছে এসেছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ থাকলেও মানহীন ইট অপসারণের ব্যবস্থা নিচ্ছে না স্থানীয় প্রকৌশলী বিভাগ এলজিইডি।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, অত্যন্ত নিম্নমানের ইট ঠুনকো আঘাতেই গুরো হয়ে যাচ্ছে। দেড় কোটি টাকার সড়কে নিম্নমানের ইট ব্যবহারের ক্ষুদ্ধ এলাকাবাসী। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার ইট থেকে শুরু করে নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে দায়সারাভাবে কাজ শুরু করলে এলাকাবাসী বাধা দেয়। তবে ঠিকাদার আপত্তি উপেক্ষা করলে এলাকাবাসী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানান।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, রাস্তায় যেসব ইট ব্যবহার করা হচ্ছে তা নিম্নমানের। এতে রাস্তা টেকসই নিয়ে শঙ্কা রয়েছে। সেই সঙ্গে সরকারের কোটি টাকা ব্যয়ে গ্রামের মানুষের দুঃখ দুর্দশা লাঘব করে সোনার বাংলা বিনির্মাণের উদ্দেশ্যে বাস্তবায়ন হচ্ছে না।

এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার মেসার্স মন্ডল ফিড কর্ণার মোতালেব হোসেনের সাথে মোবাইল ফোনে একাধিকবার ফোন দিলে তিনি রিসিভ করেনি।

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রকৌশলী এলজিইডি তাহিদ আহম্মেদ জানান, অভিযোগ পেয়েছি, সরেজমিনে পরিদর্শন করে অভিযোগের সত্যতা পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যদি সত্যতা পাই তাহলে মানহীন ইট অপসারণ করে কাজ করা হবে।